বিজিএপিএমইএ, ঢাকা

বর্তমান কমিটির অর্জণ ২০১৯-২০২১

১. বর্তমান কমিটি ২৭-১২-২০১৮ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণের পর হতে এসোসিয়েশনের সার্বিক উন্নয়নসহ সদস্যগণের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

২. ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সক্রিয় সদস্য ১,০৪২ এবং স্থগিত সদস্য ৬৪১সহ মোট সদস্য ছিল ১,৬৮৩ জন। বর্তমানে সক্রিয় সদস্য ১,০৯৯ এবং স্থগিত সদস্য ৭১৭ সহ মোট সদস্য ১,৮১৬। বৃদ্ধি ১৩৩।

৩. ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের ১৩টি ব্যাংক একাউন্টে এসোসিয়েশনের সর্বমোট ব্যাংক স্থিতি ছিল **৬৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৩৯.৪৮ টাকা। বর্তমান স্থিতি** ৫৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১২৩.৫২ টাকা। উল্লেখ্য, অপ্রয়োজনীয় ব্যাংক একাউন্টসমূহ বন্ধ করে বর্তমানে খাত ভিত্তিক ৬টি হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৪. ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে এফডিআর ছিল **১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার। বর্তমান এফডিআর ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৩৭** টাকার।

৫. ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে ব্যাংক স্থিতি ও এফডিআর একত্রে ছিল মোট **২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৩৯.৪৮ টাকা টাকা। বর্তমান** ব্যাংক স্থিতি ও এফডিআর একত্রে ৮ কোটি ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬০.৫২ টাকা। বৃদ্ধি ৫ কোটি ৬২ লক্ষ ২৫ হাজার ১২১.০৪ টাকা।

৬. ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনামে মোট বকেয়া ছিল **১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা**। বর্তমান বকেয়া **১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা**।

৭. সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সদস্যপদ নবায়ন ফি, পূর্বাচলের ডোনেশন ও সিএসআর ফান্ডের টাকা একটি পে-অর্ডারের মাধ্যমে গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮. সচিবালয়স্থ বোর্ডরুম ও সভাপতির রুম রেনোভেশনসহ অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধনমূলক কাজ করা হয়েছে।

৯. এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট লাইন আপগ্রেড করা হয়েছে।

১০. এসোসিয়েশনের মেম্বারশীপ ফরম ও ইন্সপেকশন ফরম যুগোপোযোগী করা হয়েছে।

১১. ১৯৯৭ সালে ক্রয়কৃত সচিবালয় স্পেসের মূল দলিল সংগ্রহসহ রেজিষ্ট্রেশন পরবর্তী নামজারী এবং জমা খারিজপূর্বক হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে।

১২. এসোসিয়েশনের পরিচালনা পরিষদ এবং অডিট রিপোর্ট রেজিষ্ট্রারার ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে হালনাগাদ (ইনকর্পোরেট) করা হয়েছে।

১৩. পরিচালনার সুবিধার্থে বিজিএপিএমইএ এর টেস্টিং ল্যাবরেটরী টঙ্গী হতে তেজগাঁও এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

১৪. কপি করা রোধে এসোসিয়েশন থেকে বারকোডসহ ডিজিটাল মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

১৫. করোনাকালীন বিধি-নিষেধের মধ্যে সদস্য প্রতিষ্ঠানের সেবার জন্য রোষ্টার হিসেবে অফিসিয়াল কার্যক্রম চালু রাখাসহ অনলাইনে ডিজিটাল মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট ইস্যু, সরকারী প্রণোদনা প্রাপ্তির লক্ষ্য প্রত্যয়নপত্র ইস্যু ও মুভমেন্ট পাস ইস্যু করা হয়েছে।

১৬. ১ম সহ-সভাপতির পদ নিয়ে রুজুকৃত রিট পিটিশন নম্বর-১৫২/২০১৯ স্বল্পতম সময়ে সফলভাবে নিস্পন্নকরণ।

১৭. বিজিএমইএ এর সদস্যদের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সভাপতি, বিজিএমইএ কে অনুরোধ করা হয়েছে।

১৮. 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর' এর মিরসরাই-ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিজিএপিএমইএ গ্রুপ হিসেবে **'গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং পল্লী'** নামে মোট ২০ (বিশ) একর জমি বরাদ্দে বেজা'র নির্বাহী কমিটির অনুমোদনপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ। তাছাড়াও ০৪টি প্রতিষ্ঠানের জন্য আরও ৩৯ (উনচল্লিশ) একর জমি প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

১৯. কোভিড-১৯ জনিত কারনে সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড অফিসসহ অন্যান্য অফিসসমূহ চালু রাখার ব্যবস্থাকরণ।

২০. ২০১৯ সালে এসোসিয়েশনের বার্ষিক মিলাদ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতি ও সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে তা আয়োজন করা হয়নি।

২১. সম্পূর্ণ কারখানা প্রাঙ্গনকে বন্ডেড ওয়্যারহাউস হিসেবে গণ্যকরণ,

২২. ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত বিয়োজনের শর্তে আমদানি প্রাপ্যতা,
২৩. ৩৮টি পণ্যের কমনসহগ নির্ধারণ, সহগের সময়সীমা ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ব্যতীত অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্ধারিতকরণ,
২৪. সদস্য প্রতিষ্ঠানের ভোগান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড অফিসে একটি নোটে একটি বিষয়ের পরিবর্তে আবেদিত সকল বিষয় একই নোটে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিস্পত্তির ব্যবস্থাকরণ।
২৫. উৎসে কর অন্যান্য রপ্তানিকারকদের ন্যায় একইরূপ ধার্যকরণ,
২৬. বন্ড সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের প্রাপ্তি সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে নিয়মিত ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর সাথে সভা করা হয়েছে।
২৭. লকডাউন চলাকালীন বন্দর হতে বিনা জরিমানায় মালামাল খালাসের ব্যবস্থাকরণ।
২৮. আমাদের সেক্টরের ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের যথার্থ এইচ.এস. কোড নির্ধারণ।
২৯. এইচ.এস. কোড পরিবর্তনজনিত কারনে আমদানিকৃত সুইং থ্রেড ও পলিয়েস্টার ইয়ার্ণ খালাসের জটিলতা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিরসন।
৩০. ম্যাচুউরিটি তারিখে পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ,
৩১. এক্সপোর্ট রেডিনেস ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি,
৩২. তফসিলি ব্যংকসমূহকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ডেলিভারী ডকুমেন্টে এক্সেপটেন্স প্রদানের জন্য এবং ম্যাচুরিটি তারিখে পেমেন্ট করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সার্কুলার জারী করানো হয়েছে।
৩৩. ইপিজেডের অভ্যন্তরে সরবরাহকৃত মালামালে ক্রেতার এক্সেপটেন্স ব্যতীত ম্যাচুরিটি প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করানো হয়েছে।
৩৪. বৈদেশিক মুদ্রায় এল/সি এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজার হতে কাঁচামাল ক্রয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দেশনা জারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩৫. সিডিউল অব চার্জেস অনির্ধারিত হারে কর্তন বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নির্ধারণপূর্বক মাস্টার সার্কুলার জারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩৬. করোনা সংক্রমনের কারনে আর্থিক সমস্যা হতে উত্তরনের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানির বিলম্ব মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিতকরণ, সুদ হার হ্রাসকরণসহ ইডিএফ ফান্ডের পরিধি বর্ধিতকরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়েছে।
৩৭. নৌ বীমার প্রিমিয়াম আমাদের সেক্টরে ০.৩০% হতে হ্রাস করে ০.১৪% এ নির্ধারিত হয়েছে।
৩৮. করোনাজনিত কারনে বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, হোল্ডিং ট্যাক্স, ভ্যাট রিটার্ণ ইত্যাদি বিলম্ব মাশুল ব্যতীত পরিশোধের ব্যবস্থা করা।
৩৯. মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে।
৪০. জাতীয় শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি ও বস্ত্র নীতিতে আমাদের সেক্টরের জন্য ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সচেতন করার লক্ষ্যে নিউজ লেটারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৪১. এসোসিয়েশন এবং এসোসিয়েশনের কার্যকলাপকে সরকারী এবং বেসরকারী সকল পর্যায়ে পরিচিত করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারনা চালানো হয়েছে।
৪২. করোনাজনিত কারনে ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম আমরা সংবাদ সম্মেলন করি।
৪৩. এসোসিয়েশনের নিউজ লেটারের প্রচারণা অব্যাহত রাখা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারনে বহু প্রতিষ্ঠান নিউজ লেটারের প্রকাশ না করলেও আমরা প্রকাশ এবং বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছি।
৪৪. করোনা ভাইরাসজনিত কারনে ২০২১ সালের মেম্বার ডিরেক্টরী প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও ২০২০ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল।
৪৫. করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও এসোসিয়েশনের বার্ষিক ডায়েরীর প্রকাশনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
৪৬. শ্রমিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্পোরেট স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে এভারকেয়ার হসপিটাল, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং ইউনাইটেড হসপিটালের সাথে এমওইউ স্বাক্ষর,

৪৭. এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সাথে এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত ১৭টি মৃত্যু দাবীসহ ০৪টি অঙ্গহানী জনিত বীমার অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করা হয়েছে।

৪৮. ঢাকা ও চট্টগ্রামে পৃথক পৃথক ২টি 'কোভিড-১৯ সহায়তা সেল' এর মাধ্যমে সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কোভিড-১৯ আক্রান্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪৯. কোভিড-১৯ আক্রান্ত সদস্যবৃন্দসহ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য সাভারস্থ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 'ডেডিকেটেড বেড' সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫০. ডেলটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এর তরফ হতে ইন্স্যুরেন্স ক্লেইম বাদ দিয়ে প্রফিট কমিশন হিসেবে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে।

৫১. আমাদের সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেবা প্রদানকারী সরকারী অফিসসমূহে হ্যান্ড সেনিটাইজারসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

৫২. ২০২০ সালে এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রবর্তিত ৪টি ক্যাটাগরীতে রপ্তানি ট্রফি (সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জ) প্রদান করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারনে চলতি বছরের রপ্তানি ট্রফি বিতরণ সম্ভব হয়নি।

৫৩. বর্তমান পরিচালনা পরিষদের মেয়াদে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত গ্যাপেক্সপো সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতির কারনে চলতি বছরের গ্যাপেক্সপো সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি।

৫৪. ২৮-৩০ জানুয়ারী/২০২০ এ কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায় ইপিবি'র মাধ্যমে বিজিএপিএমইএ এর অংশগ্রহণ।

৫৫. আমদানি-রপ্তানি ও কাস্টমস সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কাস্টমস বন্ড অফিসে ৩ দিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

৫৬. এশিয়ান প্যাকেজিং ফেডারেশন এর আর্থিক সহায়তায় (৭,৫০০ মার্কিন ডলার) গুলশানস্থ 'হোটেল রেইন ট্রি' তে ৩ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক প্যাকেজিং কর্মশালা/ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়েছে।

৫৭. আমাদের সেক্টরের কর্মরত শ্রমিক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষনের আয়োজনের নিমিত্তে সুইস কন্টাক্ট বাংলাদেশ, আরটিআইএসসি ও বিজিএপিএমইএ এর মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর।

৫৮. মহামান্য হাইকোর্টে মামলার কারনে স্থগিত হয়ে থাকা রাজউকের পূর্বাচলের নতুন শহর প্রকল্পে ক্রয়কৃত ৩ বিঘা (এক একর) জমির সেক্টর ও প্লট নম্বর প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫৯. বিগত টার্মে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং সেক্টরকে শিল্প নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হওয়ায় সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া শিল্প নীতি ২০২১-২০২৮ এ অগ্রাধিকারভূক্ত খাতের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণপূর্বক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৬০. জাতীয় রপ্তানি নীতিতে আমাদের সেক্টর অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকায় সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৮ এ অগ্রাধিকারভূক্ত খাতের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণপূর্বক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৬১. কর্পোরেট ট্যাক্স, কন্টিনিউয়াস বন্ড, কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি, রপ্তানি প্রণোদনা প্রাপ্তি, স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যের ভ্যাট মওকুফসহ পোশাক খাতের ন্যায় সমরূপ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৬২. ডিসক্রিপেন্সী চার্জ সর্বোচ্চ ২০ মার্কিন ডলার, পেমেন্ট চার্জ সর্বোচ্চ ৫ মার্কিন ডলার এবং বকেয়া থাকলেও পোস্ট ইমপোর্ট ফাইনেন্সিং (পিআইএফ) সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চলমান।

৬৩. এসোসিয়েশনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারক যুগোপোযোগী করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।